অধ্যায় ১৪ : প্ল্যাগারিজম

বিন্যাসক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪.২ পরিচিতি

১৪.৩ প্ল্যাগারিজম কী

১৪.৩.১ প্ল্যাগারিজমের সংজ্ঞা

১৪.৩.২ প্ল্যাগারিজমের প্রকারভেদ

১৪.৪ প্ল্যাগারিজম দোষ

১৪.৫ প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্ল্যাগারিজম চেকার

১৪.৬ নৈতিকতা ও প্ল্যাগারিজম

১৪.৭ প্ল্যাগারিজম এড়িয়ে চলার উপায়

১৪.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

১৪.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৪.১০ অতিরিক্ত পঠন

১৪.১১ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৪.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্ল্যাগারিজমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্ল্যাগারিজম চেকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নৈতিকতা ও প্ল্যাগারিজমের সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৪.২ পরিচিতি

প্ল্যাগারিজম এই বিষয়টির সঙ্গে বর্তমান গবেষণা ব্যবস্থা বিশেষভাবে পরিচিত। প্ল্যাগারিজমের বাংলা পরিচয় কুম্ভীলকবৃত্তি বা কুম্ভীলকতা। সহজ বাংলায় এর ব্যাখ্যা চুরি করা। এখন প্রশ্ন হল কোন গবেষণাধর্মী রচনায় এই চুরি করা কী করে সম্ভব, এ বিষয়ে বলতে গেলে বলা প্রয়োজন যে কোন গবেষক যদি অন্য কারো চিন্তাভাবনা বা লেখা নিজের নামে নিজের গবেষণার অংশ করে তোলে তবে তাকে চুরি করা বা কুম্ভীলকতা বলা হয়। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা এই চুরি হল ভাবনার ঘরে চুরি।

১৪.৩ প্ল্যাগারিজম কী

প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম আসলে হল একটি অপরাধ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হল চৌর্যবৃত্তি। যে কোন রকম গবেষণাধর্মী লেখায় অন্যের চিন্তা বা অন্যের অনুসন্ধান কোনরূপ ঋণ স্বীকার ব্যতিরেকে নিজের বলে স্বীকৃতি জানানোর নাম প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম।

১৪.৩.১ প্ল্যাগারিজমের সংজ্ঞা

যেকোন গবেষণাকর্মে একটি বিশেষ বেআইনি কাজ হল প্ল্যাগারিজম । কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতীত কোন লেখা বা গবেষণা তথ্য অবিকল নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করা বা দাবি করাকে প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম বলে। অর্থাৎ সহজ কথায় বললে অন্যের লেখাকে নিজের বলে স্বীকৃতি জানানোকেই প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এর ফলে মূল লেখক বা সেই মূল তথ্যটিই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কালের নিয়মে সেই মূল লেখাটির বিশেষত্ব হারানোর ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থাকে। একথা সত্য যেকোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য বা কোন বিশেষ গবেষণা প্রবন্ধ লেখার জন্য গবেষক-লেখক নানা রকম তথ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়; তাদের বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে সেই গবেষণালব্ধ লেখা আরও তথ্যবহুল হয়ে ওঠে। কিন্তু গবেষণার নৈতিকতার সূত্র ধরে কোন তথ্য ব্যবহারের সময় গবেষককে তার নিজস্ব লেখায় সেই মূল লেখক বা তথ্য প্রদানকারীকে স্বীকৃতি জানাতে হয়। তাই সেক্ষেত্রে গবেষণা সন্দর্ভে সেই উৎস লেখকের নাম, প্রকাশনা আদি সমস্ত তথ্য সংযোজন করা প্রয়োজন। এই নৈতিক দায়িত্ব যদি কোন গবেষক বা লেখক পালন না করেন তবে তা অপরাধ হিসাবে বিবেচ্য। তখনই এই অপরাধকে প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম বলে চিহ্নিত করা হয়।

দিনে দিনে উচ্চ শিক্ষার গবেষণা ক্ষেত্রে এই সমস্যা বিশেষভাবে ঘণীভূত হয়ে আসছে। দেশের আইনি ব্যবস্থায় এই অপরাধের শাস্তির বিধান থাকলেও তা সঠিক সময়ে প্রয়োগের অভাবে অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনা দুস্কর হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি উচ্চ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির বৌদ্ধিক স্তরকে উন্নত করে তোলা কিন্তু সিঁধেল চোরের ন্যায় এই প্ল্যাগারিজম প্রবণতা দেশের গবেষণা প্রচেষ্টাকেই ফাঁপা করে তোলে। বর্তমান একাংশ শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী পর্যন্ত প্ল্যাগারিজমের এই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত। একজনে বহু অধ্যবসায় সাধ্য জ্ঞান অবলীলায় অন্যজন নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে যা দেশ ও জাতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক।

১৪.৩.২ প্ল্যাগারিজমের প্রকারভেদ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রযুক্তির যেমন উন্নতি ঘটেছে তেমনি এই বৌদ্ধিক চুরির কলাকৌশলেরও চরিত্রগত ভিন্নতা এসেছে। তার উপরে প্রযুক্তির ব্যবহারে এই চৌর্যবৃত্তিতে এসেছে

প্রযুক্তিগত নির্ভরতা। এর ফলে প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজমের সঠিক প্রকারভেদ নির্বাচন করা বড়ই দুস্কর। তবুও নিম্নে অতি পরিচিত চার প্রকারের প্ল্যাগারিজমের উল্লেখ করা হল—

১৪.৩.২.১ সরাসরি প্ল্যাগারিজম (Direct Plagiarism) : মূল লেখা থেকে কোন লেখা বা তথ্য সরাসরি কপি বা নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে সরাসরি প্লেগারিজম বলা হয়। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনোরূপ ঋণ স্বীকার না করে এরূপ চৌর্য বৃত্তি হল ভয়ঙ্কর অপরাধ। দেশের আইন ব্যবস্থায় এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

১৪.৩.২.২ প্যারাফ্রেজ প্ল্যাগারিজম : অন্য কোন গবেষকের লেখা বা অনুসন্ধানজাত তথ্য হবহু নকল বা কপি না করে সামান্য বদল ঘটিয়ে নিজের বলে দাবি করাকে প্যারাফ্রেজ প্ল্যাগারিজম বলা হয়। এই চৌর্য প্রক্রিয়ায় উৎস তথ্য থেকে সরাসরি গ্রহণ করা হয় না। বরং তাতে শব্দ বা বাক্যের হেরফের ঘটিয়ে এক প্রকার নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

১৪.৩.২.৩ মোকাইক প্ল্যাগারিজম (Mosaic Plagiarism) : কোন রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া অন্যের লেখার বাক্যাংশ্য বা কিছু শব্দ বা তথ্য নিজের জন্য ব্যবহার করাই হল মোকাইক প্ল্যাগারিজম । এটিও সরাসরি প্ল্যাগারিজমের পর্যায়ে পড়ে না।

১৪.৩.২.৪ অ্যাক্সিডেন্টাল প্ল্যাগারিজম : কোন গবেষক যদি কোনো গবেষণা থেকে তথ্য ব্যবহার করে যদি তার উৎস ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল উদ্ধৃত করে বা ভুল বশত উৎস নির্দেশ করে তবে তাকে অ্যাক্সিডেন্টাল প্ল্যাগারিজম বা প্লেজারিজম বলা হয়।

১৪.৪ প্ল্যাগারিজম দোষ

উপরোক্ত আলোচনায় আমাদের সামনে প্ল্যাগারিজম সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে ওঠে, আসলে যেকোন প্রকারের বৌদ্ধিক গবেষণাকেন্দ্রিক চৌর্যবৃত্তিই প্ল্যাগারিজমের আওতায় এসে যায়। তাই প্ল্যাগারিজম দোষ আজ একটি বহু চর্চিত বিষয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দোষ যেমন সচেতনভাবে ঘটে থাকে তেমনি কোন কোন সময় অসচেতনভাবে একজন গবেষক-লেখক এই দোষে আক্রান্ত হয়। নিম্নে গবেষণায় প্রচলিত প্ল্যাগারিজম দোষগুলোকে সূত্রাকারে তুলে ধরা হল—

১। কারও গবেষণা, লেখা বা কাজ নিজের নামে ব্যবহার করা প্ল্যাগারিজমের প্রাথমিক দোষ।

২। যোগ্য লোককে স্বীকৃতি না দিয়ে তার লেখা বা চিন্তা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াও প্ল্যাগারিজম দোষের আওতায় এসে পড়ে।

৩। লেখার প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত জায়গায় কোটেশান চিহ্ন না দেওয়া, বা উৎস দিতে ভুলে যাওয়াও প্ল্যাগারিজম দোষ, এক্ষেত্রে লেখকের হয়ত চৌর্যবৃত্তির কোন মানসিকতাই ছিল না কিন্তু তার উৎস নির্দেশ না করায় তার লেখাকে প্ল্যাগারিজম দোষে দুষ্ট করে তোলে।

৪। লেখার উৎস দেয়ার সময় ভুল এবং অসম্পূর্ণভাবে উৎস ব্যবহার করা, বা একপ্রকার দায়বদ্ধতাহীন ভাবে লেখার উৎস নির্দেশ করলে তা লেখাকেই প্ল্যাগারিজম দোষে দুষ্ট করে তোলে।

৫। উৎস না দিয়ে এবং কিছু শব্দ এদিক সেদিক করে অথচ বাক্যের মূল গঠন পরিবর্তন না করে লেখা, এমনকি শুধুমাত্র বাচ্যের পরিবর্তন করে বাক্যটাকে পুনরায় লেখাও Plagiarism এর আওতায় এসে পড়বে।

৬। লেখার বেশিরভাগ শব্দ অন্য জায়গা থেকে কপি করে লেখা এমনকি এক্ষেত্রে উৎস উল্লেখ করা হোক বা না হোক, সেই লেখাও প্ল্যাগারিজমের আওতায় এসে পড়বে।

মূল কথা হল, গবেষকের সন্দর্ভ বা রিপোর্টটা হতে হবে অন্যের লেখা বা কাজ থেকে পড়ে, জেনে, নিজের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সেটাকে নিজের ভাষায় লেখা এবং অতি অবশ্যই, প্রয়োজনীয় সূত্র উল্লেখ করে আত্মপ্রকাশিত নিজস্ব লেখা যেখানে অন্য লেখার ঋণ থাকলেও চৌর্যবৃত্তির কালিমা থাকে না। এটা জানা বিষয় যে লেখার উৎস বা সূত্র উল্লেখ করাকে বলা হয় সাইটেশান। কারো গবেষণালব্ধ ফল, লেখা বা কাজকে যদি গবেষক তার পেপারে বা রিপোর্টে লিখতে চান তাহলে সেই লেখা গবেষকের নিজের ভাষায় হতে হবে (একে বলা হয় paraphrasing) এবং বাক্য লেখার শেষে গবেষককে বন্ধনীর মধ্যে লিখে দিতে হবে এর উৎস বা কোথা থেকে তিনি তা পেলেন।

জেনে রাখা ভালো

প্যারাফ্রেজিং হল— "to state something written or spoken in different words, especially in a shorter and simpler form to make the meaning clearer." (Cambridge Online Dictionary, 2022)

১৪.৫ প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্ল্যাগারিজম চেকার

প্ল্যাগারিজম চেক করার জন্য অনেক টুল বা ওয়েসাইট রয়েছে। তার মধ্যে কিছু ওয়েবসাইটে তার ধার্য মূল্য দিতে হয় আর কিছু বিনামূল্যের ওয়েবসাইটও রয়েছে। আমরা প্রথমে কিছু জনপ্রিয় বিনামূল্যের প্ল্যাগারিজম চেকার (PLAGIARISM CHECKER) নিয়ে আলোচনা করব।

Plagiarismdetector

বহুল প্রচলিত প্ল্যাগারিজম চেকার সাইটগুলোর মধ্যে একটি হলো Plagiarismdetector. এই সাইটের মাধ্যমে গবেষক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজের আর্টিকেলে Plagiarism আছে কিনা চেক করে নিতে পারবেন। এই ওয়েবসাইটটি বিনামূল্য ও মূল্য ধার্যকারী দু'টি রূপ বর্তমান রয়েছে। গবেষক যদি বিনামূল্যে প্ল্যাগারিজম চেক করেন তাহলে ১ হাজার শব্দ পর্যন্ত একসাথে বিনামূল্যে চেক করতে পারবেন। আর যদি অর্থ ধার্যকারী ভার্সন হয় তবে ২৫ হাজার শব্দ পর্যন্ত একসাথে চেক করা সম্ভব।

Duplicheker

প্ল্যাগারিজম চেকার সাইটগুলোর মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাইট হলো Duplicheker. গবেষক এর মাধ্যমে নিজের আর্টিকেলে প্ল্যাগারিজম আছে কি না তা কয়েক সেকেন্ডে চেক করতে পারবেন। কিন্তু গবেষকের আর্টিকেল ১ হাজার শব্দের বেশি হলে তবে তাকে এই ওয়েবসাইটের পেইড-টুলটি ব্যবহার করতে হবে।

Small SEO Tools

Small SEO Tools খুবই জনপ্রিয় একটি প্রচলিত প্ল্যাগারিজম চেকার টুল বা ওয়েবসাইট। গবেষক এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে জানতে পারবেন নিজেস্ব নিবন্ধে কত শতাংশ প্ল্যাগারিজম রয়েছে। অথবা গবেষকের রচিত আর্টিকেল অন্য কেউ কপি করেছে কিনা সে সম্পর্কে সচেতন হতে চাইলে গবেষক এই টুলটি ব্যাবহার করতে পারবেন।

PaperRater

PaperRater- হল একটি অনলাইন ভিত্তিক প্ল্যাগারিজম চেকার টুল। একজন গবেষক খুব সহজেই এর মাধ্যমে প্ল্যাগারিজম পরীক্ষা করতে পারবেন। বর্তমানের একটি গণনা অনুসারে প্রায় একশোর উপরে দেশে PaperRater প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, এই ওয়েবসাইটে মাধ্যমেও গবেষক পূর্ববর্তী টুলসগুলোর মতো ১ হাজার শব্দ পর্যন্ত বিনামূল্যে প্ল্যাগারিজম পরীক্ষা করতে পারবেন। আর যদি ১ হাজার শব্দের বেশি নিবন্ধর প্ল্যাগারিজম পরীক্ষা করতে হয় তবে গবেষককে একটি নির্দিষ্ট ধার্য মূল্য অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

এছাড়াও আরো কিছু প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার টুল রয়েছে সেগুলো হল-

- grammarly.com
- prepostseo.com
- searchenginereports.net
- check-plagiarism.com
- plagiarism-checker.me
- unicheck.com

এবার ভারতের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কিছু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রয়যোগ্য প্ল্যাগারিজম চেকার ওয়েবসাইটের কথা বলা প্রয়োজন; আসলে ধারণ ক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে এই

সকল ওয়েবসাইটের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেশি। এই সকল ওয়েবসাইট বা প্ল্যাগারিজম চেকার টুলগুলো হল—

Urkund.com

উরকুন্ড হল গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা (চুরি-বিরোধী সফটওয়্যার)। সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে সফলভাবে এই সফটওয়ারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। উরকুন্ডের সিস্টেম তিনটি কেন্দ্রীয় উৎস ক্ষেত্রের দ্বারা সমস্ত নথি পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়—

ক. ইন্টারনেট

খ. প্রকাশিত উপাদান যেমন জার্নাল, বই ইত্যাদি।

গ. পূর্বে জমা দেওয়া ছাত্রদের উপাদান (যেমন স্মারকলিপি, কেস স্টাডি এবং পরীক্ষার কাজ)

-Urkund ইন্টারনেটে সংরক্ষিত ও প্রকাশিত উপাদানের সঙ্গে গবেষক ও শিক্ষার্থীর কাজের নথির তুলনা করে। এই তুলনার উপর ভিত্তি করে এই সফটওয়ার একটি মৌলিকতার স্কোর নির্ধারণ করে, বা Urkund একটি তুলনাকৃত স্কোর প্রদান করে, যা নির্দেশ করে যে জমাকৃত নথিটি ডাটাবেসের অন্যান্য নথির সাথে কতটা মিল। এক্ষেত্রে কম স্কোরের অর্থ হল লেখাটিতে সামান্য মিল পাওয়া গিয়েছে, এবং যত বেশি স্কোর তার অর্থ হল নিবন্ধ বা নথিটি এক বা একাধিক উৎস থেকে অনুলিপি করা হয়েছে। উরকুন্ডকে ভারতের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) এর ইনফরমেশন অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক (INFLIBNET) কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত করা হয়েছে। শোধশুদ্ধি উদ্যোগটি সারা ভারত জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে অরিজিনাল-এর অ্যাক্সেস প্রদান করে। উরকুন্ডের পিতৃত্ব পরিচয়কারী সংস্থা Turnitin সাথে ইউজিসির চুক্তিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

উরকুন্ড ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের জন্য, গবেষক বা তার তত্ত্বাবধায়ককে প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল আইডির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কাছে আবেদন করতে হবে। গবেষকের আবেদন ই-মেইল পাওয়ার পর, লাইব্রেরি গবেষককে URKUND-এ নিবন্ধন করবে, এইভাবে

➢ নিবন্ধিত সদস্য noreply@urkund.se থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সহ দুটি পৃথক ইমেল পাবেন।

➢ মেইল বিষয়: "URKUND-এ স্বাগতম!" - RECEIVER অ্যাকাউন্ট সক্রিয়করণের লিঙ্ক রয়েছে এবং যদি রিসিভার এবং জমাদানকারী উভয়ের অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হচ্ছে তবে প্রথমে এটি সক্রিয় করা উচিত।

➢ মেইল বিষয়: "অ্যাকাউন্ট তৈরির আমন্ত্রণ" - SUBMITTER অ্যাকাউন্ট সক্রিয়করণের লিঙ্ক রয়েছে।

Drillbit Plagiarism Checker

ড্রিলবিট প্ল্যাগিয়ারিজম চেকার হল একটি সফটওয়্যার টুল যা লিখিত বিষয়বস্তু যেমন প্রবন্ধ, যেকোন সংক্ষিপ্ত লেখা এবং গবেষণাপত্রে প্ল্যাগারিজম শনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

· বৈশিষ্ট্য

১. সঠিক সনাক্তকরণ: ড্রিলবিট চৌর্যবৃত্তি সনাক্ত করতে উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করে।

২. বিস্তৃত ডেটাবেস : সফটওয়্যারটি গৃহীত বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ওয়েব পৃষ্ঠা, একাডেমিক কাগজপত্র এবং প্রকাশনার বিশাল ডাটাবেসের সাথে তুলনা করে।

৩. দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ : ড্রিলবিট দ্রুত সাবমিশন প্রসেস করে, দ্রুত ফলাফল প্রদান করে। অনুমানিক ৩০ মিনিটের মধ্যে এই

৪. বিশদ প্রতিবেদন : এই সফটওয়্যারটি লেখার উৎস নির্ণয় করে এবং মিলের শতাংশ সহ অনুলিপি করা বিষয়বস্তু হাইলাইট করে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে।

৫. ইন্টিগ্রেশন : ড্রিলবিটকে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) এবং অন্যান্য শিক্ষাগত প্ল্যাটফর্মের সাথে একত্রিত করা হয়ে থাকে।

সুবিধাসমূহ :

১. একাডেমিক সততা বজায় রাখা : ড্রিলবিট গবেষণা ক্ষেত্রে চুরি সনাক্ত করে এবং মূল কাজের প্রচারের মাধ্যমে একাডেমিক সততা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. লেখার দক্ষতা বাড়ায় : চুরি করা বিষয়বস্তু সনাক্ত করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের লেখার দক্ষতা উন্নত করতে এবং সঠিকভাবে উৎস উদ্ধৃত করতে শিখতে পারে।

৩. সময় বাঁচায় : ড্রিলবিটের দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ এবং নির্ভুল সনাক্তকরণ প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সময় এবং শ্রম বাঁচায়।

প্রয়োগ মূল্য

ড্রিলবিট প্ল্যাগিয়ারিজম চেকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবহার্য মূল্য ধার্য করে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. বেসিক : স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত, $9.99/মাস থেকে শুরু।

২. প্রিমিয়াম : শিক্ষাবিদ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, $29.99/মাস থেকে শুরু।

৩. বিভিন্ন এন্টারপ্রাইজ : বড় প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য কাস্টমাইজড সমাধান তার ধার্য মূল্যের মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

প্রয়োজনীয় সিস্টেম

১. অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ, ম্যাক-ওএস বা লিনাক্স।

২. প্রসেসর : 2 GHz বা তার বেশি।

৩. মেমরি : 4 GB RAM বা তার বেশি।

৪. ইন্টারনেট সংযোগ : সফ্টওয়্যার আপডেট এবং ডাটাবেস অ্যাক্সেসের জন্য প্রয়োজনীয়।

গ্রাহক সহায়তা

Drillbit Plagiarism Checker এর মাধ্যমে গ্রাহক সহায়তা প্রদান করে:

১. ইমেল : সমর্থন দল ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ।

২. FAQ : ওয়েবসাইটে ব্যাপক FAQ বিভাগ।

৩. ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল : সফ্টওয়্যার ব্যবহার এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল।

১৪.৬ নৈতিকতা ও প্ল্যাগারিজম

গবেষণাকর্মের নৈতিক গুণমান বজায় রাখার নির্দেশিকা তথা দিশা দান করে Research Ethics। গবেষণার যৌক্তিক বোধের পাশাপাশি যে নৈতিক বোধ গবেষণা কর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাকেই হল গবেষনার search Ethics-Re তথা গবেষণার নৈতিকতা বলা হয়ে থাকে। Research Ethics ঔচিত্যের ,বিষয়ের নানা দিক করনীয়-না' এবং 'করনীয়' গবেষণায় ত্রা। কোনর মানৈতিকতা Research Ethics যৌক্তিকতার সঙ্গে নৈতিকতার মেলবন্ধন করতে চায়। যাঁরা গবেষণা করেন, এবং গবেষণা লব্ধ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য নৈতিকতার দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার কাজ সর্বদাই স্বচ্ছ নৈতিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করা উচিত। রিসার্চের সিদ্ধান্ত অনেকেই সামাজিক ভাবে গ্রহন করেন। তাই গবেষণার স্বচ্ছতা, সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যেন বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করা গবেষকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এক একটি বিদ্যাশাখার Research Ethics, আলাদা আলাদা বিষয় বা ক্ষেত্রের বিবেচনা করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে যে নৈতিক দিকগুলি দেখা হয়, বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় নৈতিকতার বিচার-ক্ষেত্রটি তার থেকে অনেকাংশেই পৃথক হবে। অর্থাৎ নৈতিকতার বিবেচ্য ক্ষেত্র, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে সেটাই স্বাভাবিক।

১৪.৭ প্ল্যাগারিজম এড়িয়ে চলার উপায়

প্ল্যাগারিজম কথাটা শুনলে মনে হয় এটা একটি নিষিদ্ধ জিনিস এবং যার কোন স্থান সমাজে নেই। কিন্তু এটি একদিক থেকে ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, শতভাগ প্ল্যাগারিজম মুক্ত নিবন্ধ লেখা প্রায় অসম্ভব। জার্নাল ও বিষয়ভেদে কিছু শতাংশ প্ল্যাগারিজম সর্বদাই গ্রহণযোগ্য। সেটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মান নির্দিষ্ট করে রাখে, তবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান ২০%-এর উপরে ওঠে না। তদুপরেও যদি রিভিউ জার্নাল হয় তাহলে যথাযথ উদ্বৃতিপূর্বক কিছুটা বেশি প্ল্যাগারিজম গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে, তা নির্ভর করবে প্রকাশিত লেখার উপরে। প্ল্যাগারিজম এড়িয়ে চলার জন্য কতগুলো উপায় অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমে সর্বদা নিজের বুদ্ধি জ্ঞানের উপর আস্থা রেখে গবেষণা নিবন্ধ লেখা প্রয়োজন। গবেষণা নিবন্ধকে তথ্য সমৃদ্ধ করতে অন্য উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হলে তার উল্লেখ স্পষ্টভাবে গবেষণা নিবন্ধটিতে থাকতে হবে। যতটা সম্ভব উৎসের সামগ্রিক তথ্য নির্দেশ করাই এক্ষেত্রে কাম্য, আর এজন্য

নানা মান্য নিয়ম সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও প্রচলিত। উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার সময় যেটুকু তথ্য নেওয়া হয়েছে তা সরাসরি উদ্ধৃতি চিহ্নের (“ ”) মধ্যে রাখতে হবে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। প্ল্যাগারিজম এড়িয়ে চলার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

প্ল্যাগারিজমের ফলে একজন ব্যক্তির যেমন ক্ষতি হয় তেমনি দেশ ও সমাজেরও ক্ষতি হয়। এর ফলে মানুষের সৃষ্টিশীলতা ধ্বংস হয়। মানুষ জন্মগত বা প্রকৃতিগত ভাবে বেশ কিছু সৃজনশীল উপাদান নিয়ে বড় হতে থাকে। কিন্তু প্ল্যাগারিজমের চর্চার ফলে মানুষের সৃজনশীল বিকাশ হয় না। এটির মাধ্যমে মানুষ সৃজনশীলতা না শিখে চুরি শিখে। এছাড়া, প্ল্যাগারিজমের ফলে দেশের বড় ক্ষতি হতে পারে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে প্ল্যাগারিজমের আশ্রয় নিলে দেশ ও জাতির জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

১৪.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্ল্যাগারিজমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্ল্যাগারিজম চেকার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- নৈতিকতা ও প্ল্যাগারিজমের সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

১৪.১০ অতিরিক্ত পঠন

- UGC public Notice no. 1-18/2010 (cpp-II) dated 1st September 2017
- Plagiarism: concepts, Factors and Solutions, Bahadori MI phD; Izadi MI MD, Hoseinpourfard MI phD, Indian Jounal of Military Medicine, Vol. 14. No. 3 Anutumn 168-177
- Plagiarism Policy of the Institute(2017-2018) Avinashilengam Institure for Home Science and Higher Education for women
- University Grants Commission Regulation 2018
- Jagannath University, ‘Plagiarism Policy and Regulation 2018’, Approved vide Res. No. 35.16 dated 06.10.2018

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স
- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

✓ ১৪.১১ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর সংকেত

১। প্ল্যাগারিজম কথাটা শুনলে মনে হয় এটা একটি নিষিদ্ধ জিনিস এবং যার কোন স্থান সমাজে নেই। কিন্তু এটি একদিক থেকে ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, শতভাগ প্ল্যাগারিজম মুক্ত নিবন্ধ লেখা প্রায় অসম্ভব। জার্নাল ও বিষয়ভেদে কিছু শতাংশ প্ল্যাগারিজম সর্বদাই গ্রহণযোগ্য। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন (দ্রষ্টব্য ১৪.৭)

⑦ ১৪.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্ল্যাগারিজম কী? প্ল্যাগারিজমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২। প্ল্যাগারিজম পরীক্ষার পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্ল্যাগারিজম চেকারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। নৈতিকতা ও প্ল্যাগারিজমের বিষয়ে আলোচনা করুন।

*** *** ***